প্রকল্পের অবস্থান

শেখ রাসেল সেতু

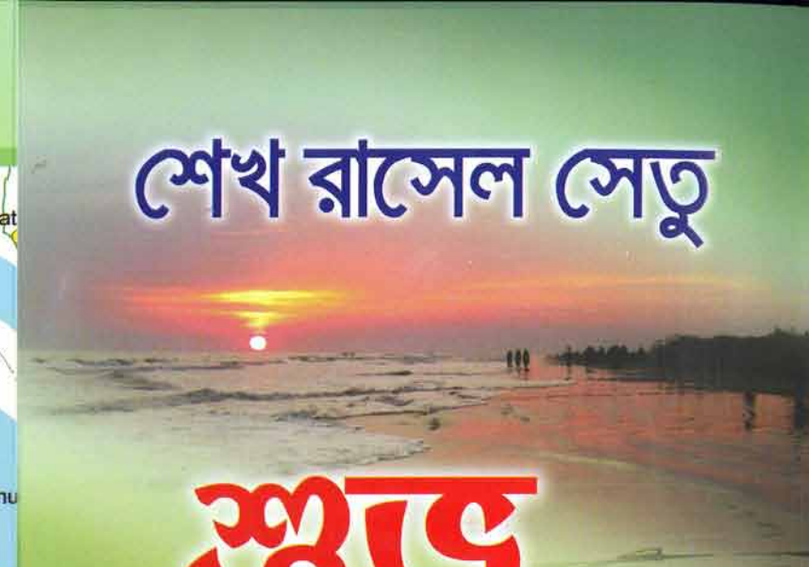

শুভ উদ্বোধন

করেন

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ ঃ ০৫ ভাদ্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২০ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

পটভূমি

একই স্থান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার জন্য বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য কুয়াকাটা পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে বিদেশী পর্যটকগণের সমাগমও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বরিশাল থেকে পটুয়াখালী ৪০ কিলোমিটারে দুই জেলার সীমানায় পায়রা নদী এবং পটুয়াখালী হতে কুয়াকাটা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে ৩টি প্রশস্ত নদী (আন্ধারমানিক, সোনাতলা ও খাপড়াভাঙ্গা)। নদীগুলোতে বর্তমানে ফেরী সার্ভিস চালু রয়েছে। পর্যটকদের স্বাচ্ছন্দময় ও দ্রুত যাতায়াতের জন্য বরিশাল থেকে কুয়াকাটা ১১০ কিলোমিটারে ৪টি প্রশস্ত নদীর উপর নির্মিত হচ্ছে সেতু। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক "পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল সেতু ও শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি ও জেডিসি এর অর্থায়নে ১৭৪.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) ৪১৮.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগামী শুষ্ক মৌসুমেই সেতুর মূল নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

'শেখ রাসেল সেতু' পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের ৬৬তম কিলোমিটারে মহিপুর ও আলীপুরের মধ্যেবর্তী খাপড়াভাঙ্গা নদীর উপর নির্মাণ করা হয়েছে। ৪০৮.৩৬ মিটার দীর্ঘ শেখ রাসেল সেতুর নির্মাণ ব্যয় ২৪.৮৩ কোটি টাকা।

সেতুটি নির্মাণের ফলে দেশী-বিদেশী পর্যটকগণের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে যাতায়াত সময় সাশ্রয়ী ও সহজ হবে। পাশাপাশি এ অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সেতুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য যে, শেখ কামাল সেতু ও শেখ জামাল সেতু আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত

খাপড়াভাঙ্গা নদীতে মহিপুর ফেরীঘাটে চলাচলরত ফেরী

শেখ রাসেল সেতু

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	:	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল সেতু ও শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ প্রকল্প
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয়	:	১৭৪.২৩ কোটি টাকা
অর্থায়ন	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও JDCF (Japan Debt Cancellation Fund)
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫

এক নজরে শেখ রাসেল সেতু

সেতুর অবস্থান	:	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের ৬৬তম কিলোমিটারে মহিপুর ও আলীপুরের মধ্যবর্তী খাপড়াভাঙ্গা নদীর উপর
সেতুর নির্মাণ ব্যয়	:	২৪.৮৩ কোটি টাকা
সেতুর দৈর্ঘ্য	:	৪০৮.৩৬ মিটার
সেতুর প্রস্থ	:	১০.২৫ মিটার (প্রতি পার্শ্বে ১.৪৭৫ মিটার ফুটপাতসহ)
সেতুর ধরন	:	প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
সেতুর স্প্যান সংখ্যা	:	০৯
ভিত্তির ধরন	:	বোরড কাস্ট-ইন-সিটু পাইল ফাউন্ডেশন
এ্যাবাটমেন্ট সংখ্যা	:	০২
পিয়ার সংখ্যা	:	০৮
নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স	:	ভার্টিক্যাল ৭.৬২ মিটার (সর্বোচ্চ বন্যা সীমার উপরে) এবং হরাইজন্টাল ৪৮.৮০ মিটার
এ্যাপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য	:	৬৪৮.০০ মিটার (মহিপুর প্রান্তে ১৯৮ মিটার এবং আলীপুর প্রান্তে ৪৫০ মিটার)